বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 AUG 1989
পৃষ্ঠা 4

029

একাধিক পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা প্রসঙ্গে

৮ই শ্রাবণ 'সংবাদ'-এ 'মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও প্রকাশনা' শিরোনামে প্রকাশিত এনামুল হক টিটোর পত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে একটির পরিবর্তে একই বিষয়ের উপর তিনটি করে বই প্রকাশ করার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তা কার্যকর হলে 'সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ভয়াবহ অবস্থায় ফেলবে বলে পত্র লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করে, সিদ্ধান্তটি বাতিল করার যে আবেদন জানিয়েছেন, আমরা তা অমূলক বলে মনে করি। আমাদের মনে হয়, পত্র লেখক মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি সম্যক বুঝতে চাননি, কিংবা সরকারী সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করার একপেষে মানসিকতার গতানুগতিক ধারণায় উৎসাহী হয়েই তা বাতিল করার আবেদন জানিয়েছেন।

বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাসমূহ বই প্রকাশ করলেই যে তাদের প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক নিম্নমানের হবে, এ ধরনের ধারণা সঠিক নয়। বিদেশের বহু দেশেই পাঠ্যপুস্তক বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাগুলোই প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া, টেক্সটবুক বোর্ড অদ্যাবধি যেসব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে যাচ্ছে, পত্র লেখক কি উচ্চ মানের বলে মনে করেন? গুণগত মান, তথ্যগত নির্দেশিকা, ছাপা, বাঁধাই, কাগজ কোন দিকটিতে বোর্ডের বই উচ্চমানের বলে বিবেচিত হয়েছে? বোর্ডের প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের বই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় যেসব লেখালেখি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, পত্র লেখক কি সেসব লেখা থেকে এমন একটি লেখাও খুঁজে পাবেন, যাতে বোর্ডের সুনামের প্রমাণ রয়েছে? অবশ্য বোর্ডের ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়েই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ভার যদি বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাকে দেয়া একটি কারণ হয়, সেটাও আমরা সমর্থন করি না। তবে শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পরও সংবাদপত্রে রিপোর্ট দেখি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি। এ ব্যর্থতার ভার এযাবৎ কেউ গ্রহণ করেছে কি?

পত্র লেখক নিশ্চয় অবগত আছেন, বিগত কয়েক বৎসর ধরেই নবম ও দশম শ্রেণীতে বাংলা দ্রুত পঠন হিসেবে বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত তিনটি আলাদা বই পাঠ্য রয়েছে। এক এক বিদ্যালয়ে এক এক বই পাঠ্য করা হয়। শিক্ষক শিক্ষিকাগণই ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট বই নির্বাচিত করে দেন। এছাড়া স্বাধীনতার পর থেকেই মাধ্যমিক স্কুলের সব ক্লাসেরই বাংলা ও ইংরেজী দ্রুত পঠন, বাংলা ও ইংরেজী রচনা ও ব্যাকরণ, বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাগুলোই প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাতে একই শ্রেণীর একই বিষয়ে একাধিক বই প্রকাশ করাতে কোন অসুবিধা না হলে; বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য, অংক, বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনকি অসুবিধা দেখা দেবে, যা 'সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ভয়াবহ অবস্থায় ফেলবে? পত্র লেখক কেন এ ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

একজন ছাত্রকে প্রতি বিষয়ে তিনটি করে বই কিনতে হবে (?) এবং বইয়ের মূল্য তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে যেমন পত্র লেখক হিসেবে দেখিয়েছেন, অষ্টম শ্রেণীর এক সেট বই কিনতে ১১৪'৩৫ টাকার জায়গায় ১০২৯ টাকা দিয়ে কিনতে হবে। টিটো যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা-ও সঠিক নয়। আসলে প্রতি বিষয়ের উপর প্রকাশিত তিনটি বই থেকে নির্বাচিত একটি বই-ই কিনতে হবে এবং প্রকাশনা সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে বলে বইয়ের মান বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল্য হ্রাসের দিকটিও বাণিজ্যিক স্বার্থেই গুরুত্ব পাবে।

মোস্তফা কামাল,
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।